১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বন প্রশাসন- ২
===========

বং-শা-২/পবম-৮৮/৯১/৬৭

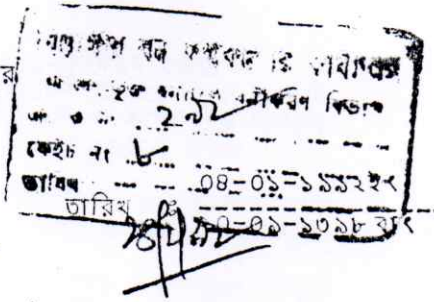

তারিখ ২০-০১-১৩৯৮ বাং

-ঃ প্রজ্ঞাপন ঃ-

১৯২৭ সনের বন আইনের (১৯২৭ সনের ১৬নং আইন) (১৯৯০ সনের ৮নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৩ ধারার (১) উপ-ধারার (ক) অনুচ্ছেদ মূলে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই মর্মে ঘোষণা করিতেছেন যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধীন নিম্ন তফশীলভুক্ত জমি সংরক্ষিত বনভূমি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে ।

সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, উক্ত আইনের ৪ ধারার (১) উপ-ধারার (গ)অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে "ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার" হিসাবে নিয়োগ করা হইল । তিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় মোতাবেক নিম্ন তফশীলে বর্ণিত ভূমি সম্পত্তির উপর কাহারও কোন স্বত্ব আছে কিনা তদন্তের মাধ্যমে অস্তিত্ব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি নির্ধারণ করিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন ।

-ঃ তফশীল ঃ-

জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম ও নম্বর	আনুমানিক আয়তন (জমির পরিমান) একর	চৌহদ্দি
খাগড়াছড়ি পাঃ জেলা।	মহালছড়ি	২৫২-থলিপাড়া মৌজা	১৫০০'০ একর	উঃ-২৫১-চোংড়াছড়ি মৌজা দঃ-পুনর্বাসন এলাকা ও অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি । পূঃ-অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি এলাকা পঃ-২২৩-টিন্দুছড়ি মৌজা ।
		২৫১-চোংড়াছড়ি মৌজা	১৫০০'০ "	উঃ-২৫০-লেমুছড়ি মৌজা দঃ-২৫২-থলিপাড়া মৌজা পূঃ-পুনর্বাসন এলাকা ও অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি । পঃ-২২৩-টিন্দুছড়ি মৌজা ।
		২৫০-লেমুছড়ি মৌজা	৯৫০০'০ "	উঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি দঃ-২৫১-চোংড়াছড়ি মৌজা পূঃ-পুনর্বাসন এলাকা ও অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি । পঃ-২২৬-সিন্দুকছড়ি ও ২১৩ বরইতলী ।
		২৫৫-মাইসছড়িমৌজা	২০০০'০ "	উঃ-২৫৭-নুনছড়ি মৌজা দঃ-২৫০-লেমুছড়ি মৌজা পূঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি পঃ-২০০-তৈমাতাই মৌজা ।
	খাগড়াছড়ি সদর	২৫৭-নুনছড়ি মৌজা	৫৬৩২'০ "	উঃ-২৬১-দুরছড়ি মৌজা ও চেংগী নদী দঃ-২৫৫-মাইসছড়ি মৌজা পূঃ-২৫৬-গামারীঢালা মৌজা পঃ-২০০-তৈমাতাই মৌজা ও ২০৫-তৈকাতং মৌজা ।
		২৬৫বাংগালকাটি মৌজা	৫০০'০ "	উঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি দঃ-২৬২-গোলাবাড়ী মৌজা পূঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি পঃ-১৯৪-লোংড়াবাগা মৌজা ও ১৯৩-বাদুলছড়া মৌজা ।

পাতা/২

...ড়ি খাগড়াছড়ি ... জেলা সদর	২০৮-গাছবান মৌজা	৫০০·০ একর	উঃ-২০৯-জুরমরম মৌজা দঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি পূঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি পঃ-১৯২-মারুমছৈয়া মৌজা
	২০৯-জুরমরম মৌজা	২৫০০·০ একর	উঃ-মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি দঃ-পুনর্বাসন এলাকা ও অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি । পূঃ -মৌজাস্থিত অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি পঃ-১৯১-তাইদং মৌজা, ১৯৫-বামগুমতি মৌজা ১৯২-মারুমছৈয়া মৌজা ।
	মোট ঃ-	১৫৬৩২·০ একর	

১৯২৭ সনের বন আইনের ১৭ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অনুবলে সরকার আরও সিদ্ধান্ত ...ছেন যে, " ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসার " কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ-নির্দেশের বিপক্ষে আপীল শুনানীর ... কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগকে আপীল শুনানী. কর্মকর্তা, নিয়োগ করা হইল ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

(স্বাক্ষর)

(মোঃ আবদুর রশীদ)
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ।

...-নিয়ন্ত্রক,
...দেশ সরকারী মুদ্রণালয়
...গাঁও, ঢাকা ।

...টি পরবর্তী গেজেটে প্রকাশ করে
... ৫০ কপি অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ
...র জন্য অনুরোধ করা হইল ।

...-শা-২/পবম-৮৮/৯১/ ৬৭(২৫) তারিখ ঃ- ০৪-০১-১৯৯২ইং
২০-০১-১৩৯৮বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ।

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
২। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।
৩। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ।
৪। জেলা প্রশাসক, পার্বত্য জেলা, রাংগামাটি ।
৫। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রাংগামাটি ।
৬। বন সংরক্ষক (সকল), বাংলাদেশ ।
৭। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, (সকল) বাংলাদেশ ।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

(স্বাক্ষর)

(মোঃ মনিরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।
(এস,এ, শাখা)

================

স্মারক নং-এস,এ-১৩/১-৩৩/৯৩- তারিখ ১২/০৩/৯৪ ইং
২৮/১১/১৪০০ বাংলা

বরাবরে, সচিব,
পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়,
বন প্রশাসন-২,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা ।

বিষয় : অশ্রেনীভুক্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমিতে গঠন ও ঘোষনা প্রদান প্রসংগে ।

সুত্র : তাঁহার স্মারক নং- ১। শাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৭ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
২। শাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৭২ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
৩। শাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৩ তারিখ-৪/১/৯২ ইং ।
৪। শাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৫ তারিখ-৪/১/৯২ ইং ।

উপরোক্ত বিষয় ও সুত্রের প্রসংগ উল্লেখপূর্বক মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক জানানো যাইতেছে যে, সরকার খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধীন নিম্ন তফশীলভুক্ত ভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন এবং ১৯২৭ সনের বনআইনে(১৯২৭ সনের ১৬নং আইন) এর ৪ ধারার(১)উপ-ধারা(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারীকে" ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার" হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন । তিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় মোতাবেক নিম্ন তফসীলে বর্নিত ভু-সম্পত্তির উপর কাহারো কোন সত্ত্ব আছে কিনা সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে উহার অস্তিত্ব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি, নির্ধারন করিয়া নিস্পত্তি করেন ।

এক্ষনে উক্ত ভূমি বনভূমি গঠনের জন্য নিস্কন্টক বিবেচিত হওয়ায় বন আইনের ২০ ধারা মোতাবেক সংরক্ষিত বনাঞ্চলরূপে চুড়ান্তভাবে ঘোষনা করা প্রয়োজন ।

এমতাবস্থায়, নিম্ন তফসীলভুক্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকা হিসাবে চুড়ান্ত ঘোষনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।এতদসংগে ঘোষনাপত্রের খসড়াপত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বরাবরে প্রেরণ করা হইল ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব),
ও
ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

স্মারক নং-এস,এ-১৩/১-৩৩/৯৩-২১৮(৬) তারিখঃ- ১২/০৩/৯৪ ইং
২৮/১১/১৪০০ বাংলা

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল :-

১। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা ।
২। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ।
৩। বন সংরক্ষক, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা ।
৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি বনবিভাগ, খাগড়াছড়ি ।
৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, অশ্রেনীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ বিভাগ, রাংগামাটি পার্বত্যজেলা।
৬। বিভাগীয় বনকর্মকর্তা, জুম নিয়ন্ত্রন বিভাগ, রাংগামাটি পার্বত্যজেলা ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব),
ও
ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

স্মারক সংখ্যাঃ- ৮৪৮(২)/৮-২ তারিখ :- ২৪/৩/৯৪ ইং

জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি রেঞ্জ কর্মকর্তা, দীঘিনালা ও খাগড়াছড়ি রেঞ্জ এর নিকট প্রেরণ করা হইল। তাহাদিগকে ডেপুটি কমিশনার কার্যালয় হইতে স্ব-স্ব আওতাধীন মৌজা সমূহের প্রস্তাবিত এলাকা চিহ্নিত পূর্বক এক কপি করিয়া ম্যাপ সংগ্রহ পূর্বক অত্র দপ্তরে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল ।

(মোঃ সাহে দুজ্জামান)
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,
অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরন বিভাগ,
বনরূপা, রাংগামাটি ।

: জমির তফসীল :

জেলার নাম	থানার নাম	মৌজার নাম ও নম্বর	জমির পরিমান
খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা ।	মাটিরাংগা	২০৪ নং আলুটিলা মৌজা ।	১২০০'০০ একর
	মাটিরাংগা	২০৬ নং দলদলি মৌজা	৩০'০০ একর
	মাটিরাংগা	১১৯ নং বাইল্যাছড়ি মৌজা ।	৪৫০'০০ একর
	মাটিরাংগা	২০০নং তৈমাতাই মৌজা ।	৫০০'০০ একর
	পানছড়ি	২৪৭ নং লুগলছড়ি মৌজা ।	১৩০০'০০ একর
	খাগড়াছড়ি সদর	২৬৫নং বাংগালকাটি মৌজা ।	১০০০'০০ একর
	দিঘীনালা	৫৪নং তারাবুনিয়া মৌজা ।	৫০০'০০ একর
	মহালছড়ি	২৫৫ নং মাইসছড়ি	১৩১২'৫০ একর

12/6/78

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব),
ও
ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
(এস,এ, শাখা)
= = = = = =

স্মারক নং-এস,এ,-১০/১-৩৩/৯৩- তারিখ :- ১৭/৩/৯৪ ইং / ০৩/১২/১৪০০ বাং

বরাবরে,
সচিব,
পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয়,
বন প্রশাসন-২,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

বিষয় :- অশ্রেণীভুক্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমিতে গঠন ও ঘোষনা প্রদান প্রসংগে।

সূত্র :- তাঁহার স্মারক নং-
১। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৭ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
২। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৭২ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
৩। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৩ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
৪। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৪ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রসংগ উল্লেখক্রমে মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক জানানো যাইতেছে যে, সরকার খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধীন নিম্ন তপশীলভুক্ত ভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করিয়াছেন এবং ১৯২৭ সনের বন আইনের (১৯২৭ সনের ১৬ নং আইন) এর ৪ ধারা (১) উপ-ধারা(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্ন-স্বাক্ষরকারীকে " ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার " হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় মোতাবেক নিম্নতপশীলে বর্নিত ভূ-সম্পত্তির উপর কাহারো কোন স্বত্ব আছে কিনা সরেজমিন তদন্তের মাধ্যমে উহার অস্তিত্ব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি নির্ধারন করিয়া নিষ্পত্তি করেন।

এক্ষনে উক্ত ভূমি বনভূমি গঠনের জন্য নিষ্কন্টক বিবেচিত হওয়ায় বন আইনের ২০ ধারা মোতাবেক সংরক্ষিত বনাঞ্চলরূপে চূড়ান্তভাবে ঘোষনা করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, নিম্নতপশীলভুক্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকা হিসাবে চূড়ান্ত ঘোষনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল। এতদ সংগে ঘোষনাপত্রের খসড়াপত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

স্বাঃ -
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)
ও
ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং-এস,এ,-১০/১-৩৩/৯৩-১৮৬(৬) তারিখ :- ১৭/৩/৯৪ ইং / ০৩/১২/১৪০০ বাং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হইল :-

১। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। বন সংরক্ষক, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি বন বিভাগ, খাগড়াছড়ি।
৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ বিভাগ, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ভূমি নিয়ন্ত্রন বিভাগ, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)
ও
ফরেষ্ট সেটেলম্যান্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

পত্র সংখ্যা :- তারিখ :-

জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি রেঞ্জ কর্মকর্তা, তাইন্দোংছড়া ও খাগড়াছড়ি রেঞ্জ এর নিকট প্রেরণ করা হইল। তাহাদিগকে ডেপুটি কমিশনার কার্যালয় হইতে স্ব-স্ব আওতাধীন মৌজা সমূহের প্রস্তাবিত এলাকা চিহ্নিত পূর্বক এক কপি করিয়া ম্যাপ সংগ্রহ করতঃ অত্র কার্যালয়ে দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা,
অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ বিভাগ।

: জমির তফসীল :

জেলার নাম	থানার নাম	মৌজার নাম ও নম্বর	জমির পরিমান
খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা।	খাগড়াছড়ি সদর	২০৯ নং ঠুরবরম মৌজা	২,৫০০'০০ একর।
	খাগড়াছড়ি সদর	২০৮ নং পাছবান মৌজা	৫০০'০০ একর।
	দিঘীনালা	২৯নং ছোট মেরুং মৌজা	৯,৭০০'০০ একর।
	দিঘীনালা	৩০ নং বড় মেরুং মৌজা	৪,০০০'০০ একর।
	দিঘীনালা	৫৬ নং হাজাছড়া মৌজা	৬,০০০'০০ একর।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব),
ও
ডেপুটি সেটেলমেন্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা।

23 APR 1994

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
(এস,এ, শাখা)

স্মারক নং-এস,এ-১৩/৮-০৬/৯০-

তারিখ : ------/৯/৯৪ ইং
/১২/১৪০০ বাং

বরাবরে,

সচিব,
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়,
বন প্রশাসন-২,
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।

বিষয় : অশ্রেণীভুক্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমিতে গঠন ও ঘোষণা প্রদান প্রসংগে।

সূত্র : তাঁহার স্মারক নং- ১। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৫৭ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
২। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৭২ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
৩। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬০ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।
৪। পাঃ-২/পবম-৮৮/৯১/৬৩ তারিখ-৪/১/৯২ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানানো যাইতেছে যে, সরকার খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধীন নিম্ন তপশীলভুক্ত ভূমিকে সংরক্ষিত বনভূমি হিসাবে গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন এবং ১৯২৭ সনের বন আইনের (১৯২৭ সনের ১৬ নং আইন) এর ৪ ধারা (১) উপ-ধারা (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারীকে "ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার" হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় মোতাবেক নিম্নতপশীলে বর্ণিত ভূ-সম্পত্তির উপর কাহারো কোন স্বত্ব আছে কিনা সরেজমিনে তদন্তের মাধ্যমে উহার অস্তিত্ব, প্রকৃতি, বিস্তৃতি নির্ধারণ করিয়া নিষ্পত্তি করেন।

এক্ষণে উক্ত ভূমি বনভূমি গঠনের জন্য নিষ্কণ্টক বিবেচিত হওয়ায় বন আইনের ২০ ধারা মোতাবেক সংরক্ষিত বনাঞ্চলরূপে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করা প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, নিম্নতপশীলভুক্ত বনভূমিকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকা হিসাবে চূড়ান্ত ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল। এতদ্‌সংগে ঘোষণাপত্রের খসড়াপত্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ও
ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং-এস,এ,-১৩/৮-০৬/৯০-১২১৫ (৬) তারিখ : ২৭/০৫/৯৪ ইং
০৫ /১২/১৪০০ বাং।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল:-

১। প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর, বনভবন, ঢাকা।
২। কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৩। বন সংরক্ষক, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
৪। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি বন বিভাগ, খাগড়াছড়ি।
৫। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল বনীকরণ বিভাগ, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
৬। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ভূমি নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

ঃ জমির তফশীল ঃ

জেলার নাম	থানার নাম	মৌজার নাম ও নম্বর	জমির পরিমাণ
খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা।	মহালছড়ি	✓১৫৪ নং মনিপাড়া মৌজা	১৫০০'০০ একর।
	মহালছড়ি	✓১৫৬ নং চোংড়াছড়ি মৌজা	১৫২০'০০ একর।
	মহালছড়ি	✓২৫৩ নং লেমুছড়ি মৌজা	১৫০০'০০ একর।
	খাগড়াছড়ি সদর।	✓২৫৭ নং গুমছড়ি মৌজা	~~[illegible]'০০~~ ৩,৬৫২.০০ একর।
	দিঘীনালা	২৮ নং রেংকার্যা মৌজা	৫,৫০০'০০ একর।
	দিঘীনালা	৫৫ নং ছোট হাজাছড়া মৌজা	৮৯০০'০০ একর।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব),
ও
চার্জ সেটেলমেন্ট অফিসার,
খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলা ।

[বাংলাদেশ গেজেটের ১ম খণ্ডে, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ তারিখে প্রকাশিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২রা মাঘ ১৪০২/১৫ই জানুয়ারী ১৯৯৬

নং পবম(শা-৩)১১/৯৩/১৪—১৯২৭ সালের বন আইনের (১৯২৭ সালের ১৬ নং আইন) ১৯৯০ সনের ৮নং আইন দ্বারা সংশোধিত) এর ৪ ধারার (১) উপ-ধারায় (ক) অনুচ্ছেদ মূলে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই মর্মে ঘোষণা করিতেছেন যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অধীন নিম্ন তফসিলভুক্ত জমি সংরক্ষিত বনভূমি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, উক্ত আইনের ৪ ধারার (১) উপ-ধারার (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে "ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার" হিসাবে নিয়োগ করা হইল। তিনি উক্ত আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় মোতাবেক নিম্ন তফসিলে বর্ণিত ভূমি/ সম্পত্তির উপর কাহারও কোন স্বত্ব আছে কিনা তদন্তের মাধ্যমে অস্তিত্ব প্রকৃতি বিস্তৃতি নির্ধারণ করিবেন ও নিষ্পত্তি করিবেন।

তফসিল

জেলার নাম	থানার নাম	মৌজার নম্বর ও নাম	দাগ নম্বর	জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দি
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	মহালছড়ি	২৫২ নং খলিপাড়া মৌজা	৩১৫ ও ৭৮১	১১০·০ একর	উঃ-পুরাতন বাগান ও অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল। দঃ-পুরাতন বাগান ও অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল। পূর্বঃ-অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল। পঃ-পুরাতন বাগান ও অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল।

১৯২৭ সালের বন আইনের ১৭ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতার অনুবলে সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়াছেন যে, ফরেষ্ট সেটেলমেন্ট অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ নির্দেশের বিপক্ষে আপীল শুনানীর জন্য কমিশনার চট্টগ্রাম বিভাগকে আপীল শুনানী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
সৈয়দ [illegible] মোরশেদ
ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব।

[illegible]

৪৭ (২৪)

দখল নামা

অদ্য ১০/২/৯৪ইং তারিখ বিবিধ (বনায়ন) স্মারক নং-৫৮ (ডি)/৯৩ ইং মূলে মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি মহোদয়ের বিগত ৩১/১/৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক এবং ১/২/৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং-এম,এ-১৩/১-৪১/৯৩-৮৩/১(১১) এর নির্দেশ মোতাবেক ঝুমিয়া পুর্ণবাসন ও বনায়ন প্রকল্পের জন্য নিম্ন বর্ণিত তফসীলের ভূমি খাগড়াছড়ি সদর থানার অন্তর্গত গাছবান মৌজাস্থ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) একর খাস ভূমি খাগড়াছড়ি রেঞ্জ কর্মকর্তা জনাব মোঃ নুরুল কবির কে সরজমিনে দখল বুঝাইয়া দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঝুমিয়া পুর্ণবাসন ও বনায়ন এলাকায় যদি কোন মালিকী স্বত্ত ভূমি থাকে তাহাতে প্রকৃত মালিকের মালিকানা স্বত্ত বহাল থাকিবে।

দখল প্রদানকৃত ভূমির তফসীল

১। মৌজা :- গাছবান।
২। জে,এল,নং :- ২৩৮
৩। খতিয়ান নং:- ১
৪। দাগ নং :- ১০৫
৫। শ্রেনী :- পাহাড়।
৬। পরিমান :- ৫০.০০ (পঞ্চাশ) একর।

আমি মোঃ নুরুল কবির, ডি/আর, রেঞ্জ কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি রেঞ্জ তফসীলে বর্ণিত ৫০.০০ একর খাস ভূমির দখল সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম।

দখলগ্রহণ কারীর স্বাক্ষর

[স্বাক্ষর] ১০/২/৯৪ইং
খাগড়াছড়ি রেঞ্জ

দখলপ্রদানকারীর স্বাক্ষর

[স্বাক্ষর] ১০/২/৯৪
মোঃ হাবিবউল্যাহ্ মিয়া
জেলা কানুনগো (এস, এ)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
খাগড়াছড়ি।

৫০

দখল নামা

অদ্য ১০/২/৯৪ইং তারিখ বিবিধ (বনায়ন) স্মারক নং-৫৮ (ডি)/ ৯৩ ইং মূলে মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি মহোদয়ের বিগত ৩১/১/৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক এবং ১/২/৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং-এম,এ-১৩/১-৪১/৯৩-৮৩ /১(১১) এর নির্দেশ মোতাবেক ঝুমিয়া পুর্ণবাসন ও বনায়ন প্রকল্পের জন্য নিম্ন বর্ণিত তফসীলের ভূমি খাগড়াছড়ি সদর থানার অন্তর্গত জোরমরম মৌজাস্থিত ৪০০.০০ (চারশত) একর খাস ভূমি [illegible] জনাব মোঃ নুরুল কবির কে সরজমিনে দখল বুঝাইয়া দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঝুমিয়া পুর্ণবাসন ও বনায়ন এলাকায় যদি কোন মালিকি স্বত্ত্ব ভূমি থাকে তাহাতে প্রকৃত মালিকের মালিকানা স্বত্ত্ব বহাল থাকিবে।

দখল প্রদানকৃত ভূমির তফসীল

১। মৌজা :- জোরমরম।
২। জে,এল,নং :- ২৩৯
৩। খতিয়ান নং:- ১
৪। দাগ নং :- ৪০১ ৩৪০৯
৫। শ্রেনী :- পাহাড়।
৬। পরিমান :- ৪০০.০০ (চারশত) একর।

আমি মোঃ নুরুল কবির, ডি/ডির, [illegible] তফসীলে বর্ণিত ৪০০.০০ (চারশত) একর খাস ভূমির দখল সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম।

দখলগ্রহণ কারীর স্বাক্ষর

[illegible] ১০/২/৯৪ইং

[illegible]

দখলপ্রদানকারীর স্বাক্ষর

২০/২/৯৪ইং

মোঃ হাবিবউল্যাহ্ মিয়া
জেলা কানুনগো (এস, এ)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
খাগড়াছড়ি।

দখলনামা

অদ্য ১২/২/৯৪ ইং তারিখ বিবিধ (বনায়ন) স্মারক নম্বর ৫৮ (ডি) /৯৩ইং মূলে মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি মহোদয়ের বিগত ৩১/১/৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক এবং ৯/২/৯৪ ইং তারিখের স্মারক নং- ভূমঃ ম-১৩/১-৪১/৮৩-৮৩ /৯ (১১) এর নির্দেশ মোতাবেক ঝুমিয়া পূনর্বাসন/বনায়ন প্রকল্পের জন্য নিম্ন বর্নিত তফশীলের ভুমি মহালছড়ি রেঞ্জ অনুর্গত সেতুছড়ি মৌজাস্থিত ৪৫৫.০০ (চারশ সাত পাঁচপঞ্চাশ) একর খাস ভুমি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি বন বিভাগ এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ সাইদুর রহমান হাওলাদার ডি, রেঞ্জ কর্মকর্তা, মহালছড়ি রেঞ্জকে সরেজমিনে দখল বুঝাইয়া দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঝুমিয়া পূনর্বাসন ও বনায়ন এলাকায় যদি কোন মালিকি সত্ব ভুমি থাকে তাহাতে প্রকৃত মালিকের মালিকানা সত্ব বহাল থাকিবে।

দখল প্রদানকৃত ভুমির তফশীল

মৌজা	জে, এল, নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	রকম	পরিমান
সেতুছড়ি	২৫০	৯	[illegible]	পাহাড়	৪৫৫.০০

আমি মোঃ সাইদুর রহমান হাওলাদার ডেপুটি রেঞ্জার মহালছড়ি রেঞ্জ, তফশীলে বর্নিত ৪৫৫.০০ চারশ সাত পাঁচপঞ্চাশ একর খাস ভুমির দখল সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম।

দখল গ্রহনকারীর স্বাক্ষর

[illegible]

[illegible] অফিসার
মহালছড়ি রেঞ্জ।

দখল প্রদানকারীর স্বাক্ষর

[illegible] ১২/২/৯৪ ইং

(মোঃ হাবিবউল্যাহ্ মিঞা)
জেলা কানুনগো, (এস, এ)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
খাগড়াছড়ি

৫২ (২৩) (৭)

দখল নামা

অদ্য ১২/২/৯৪ ইং তারিখ বিবিধ (বনায়ন) স্মারকনং-৫৮ (ডি)/৯৩ ইং মূলে মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি মহোদয়ের বিগত ৩১/১/৯৪ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক এবং ১/২/৯৪ ইং তারিখের স্মারকনং-এম,এ-১৩/১-৪১/৯৩-৮৩ নং (৯১) এর নির্দেশ মোতাবেক ভূমিয়া পুর্ণবাসন ও বনায়ন প্রকল্পের জন্য নিম্নবর্ণিত তফসিলের ভূমি খাগড়াছড়ি সদর থানার অন্তর্গত নুনছড়ি মৌজাস্থিত ৩০০.০০ তিনশত একর খাস ভূমি দীঘিনালা রেঞ্জ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ হাওলাদার কে সরেজমিনে দখল বুঝাইয়া দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, উক্ত ভূমিয়া পুর্ণবাসন ও বনায়ন এলাকায় যদি কোন মালিকি স্বত্ত্ব ভূমি থাকে তাহাতে প্রকৃত মালিকের মালিকানা স্বত্ত্ব বহাল থাকবে।

দখল প্রদানকৃত ভূমির তফসীল

১। মৌজা :- নুনছড়ি
২। জে,এল,নং :- ২৫৭
৩। খতিয়ান নং:- ৫১
৪। দাগ নং :- ৫৬,৫৭,১৯৭,১৯৮,১৯৯, ও ২৭৩
৫। শ্রেণী :- পাহাড়। ৬। পরিমাণ :- ৩০০.০০ (তিনশত) একর।

আমি মোঃ হারুন-অর-রশীদ হাওলাদার, রেঞ্জ অফিসার, দীঘিনালা রেঞ্জ। উপরোক্ত বর্ণিত ৩০০.০০ (তিনশত) একর খাস ভূমির দখল সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম।

দখল গ্রহণকারীর স্বাক্ষর	দখলপ্রদানকারীর স্বাক্ষর
(স্বাক্ষর) ১২/২/৯৪	(স্বাক্ষর) ১২/২/৯৪ইং
রেঞ্জ অফিসার দীঘিনালা রেঞ্জ।	মোসা আঞ্জুমানারা (এস,এ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় খাগড়াছড়ি।

৬৩

দখল নামা

অদ্য ২৮-৪-৯৪ ইং তারিখ মাননীয় জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি মহোদয়ের স্মারক নং তিন -৫/৯৪/১৩০/ রাজস্ব, তারিখ ০৬-০২-৯৪ ইং আদেশ মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত চৌহদ্দী মূলে নানিয়ারচর থানার অন্তর্গত ০৭ নং ঘিলা-সাগুয়া মৌজাস্থিত ৩০০.০০ (তিনশত) একর খাস ভূমি জনাব মোস্তফা শাহ্ আলম, ফরেষ্ট রেঞ্জার, রেঞ্জ কর্মকর্তা, ঘিলা-সাগুয়া রেঞ্জকে সরেজমিনে বুঝাইয়া দেওয়া গেল ।

জমির চৌহদ্দী

১। উত্তরে : খাস জমি ।
২। দক্ষিণে : ঐ
৩। পূর্বে : ছড়া ।
৪। পশ্চিমে : ৮৮ ভাইনের বানর কাটা মৌজার সীমা ।
৫। পরিমাপ : ৩০০.০০ (তিনশত) একর ।

আমি মোস্তফা শাহ্ আলম, ফরেষ্ট রেঞ্জার, রেঞ্জ কর্মকর্তা, ঘিলা-সাগুয়া রেঞ্জ উপরোল্লিখিত চৌহদ্দী মূলে ৩০০.০০ (তিনশত) একর খাস ভূমি সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম ।

২৮/৪/৯৪

দখল গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
(মোস্তফা শাহ আলম)
রেঞ্জ কর্মকর্তা
ঘিলা-চাগুমা রেঞ্জ, ইউ, এস, এফ,

দখল প্রদানকারীর স্বাক্ষর
জেলা কানুনগো,
সদর।

দখল নামা

অদ্য ২৮-৪-১৪ ইং তারিখ মাননীয় জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি মহোদয়ের স্মারক নং ডিম-৫/১৪/১৩০/ রাজস্ব, তারিখ ০৬-০২-৯৪ ইং আদেশ মোতাবেক নিম্ন বর্ণিত চৌহদ্দী মূলে নানিয়ারচর থানার অন্তর্গত ৭৭ নং বৈ-চাওমা মৌজাস্থিত ৩০০.০০ (তিনশত) একর খাস ভূমি জনাব মোস্তফা শাহ্ আলম, ফরেষ্ট রেঞ্জার, রেঞ্জ কর্মকর্তা, বৈ-চাওমা রেঞ্জকে সরেজমিনে বুঝাইয়া দেওয়া গেল।

জমির চৌহদ্দী

১। উত্তরে : খাস জমি।

২। দক্ষিণে : ঐ

৩। পূর্বে : ছড়া।

৪। পশ্চিমে : ৮৮ ডাইনের বনের কাটা মৌজার সীমা।

৫। পরিমাণ : ৩০০.০০ (তিনশত) একর।

আমি মোস্তফা শাহ্ আলম, ফরেষ্ট রেঞ্জার, রেঞ্জ কর্মকর্তা, বৈ-চাওমা রেঞ্জ উপরোল্লিখিত চৌহদ্দী মূলে ৩০০.০০ (তিনশত) একর খাস ভূমি সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম।

২৮/৪/৯৪
দখল গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
(মো. স্তফা শাহ আলম)
রেঞ্জ কর্মকর্তা
বৈ-চাওমা রেঞ্জ, ইউ, এস, এফ,

২৮/৪/৯৪
দখল প্রদানকারীর স্বাক্ষর

বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়

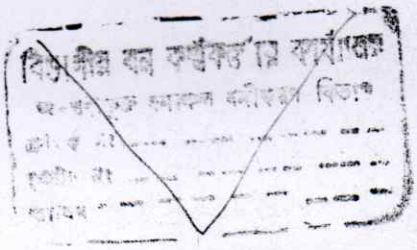

দখল নামা

অদ্য ২৯/০৫/৯৫ ইং তারিখ বিবিধ বনায়ন মামলা নং ০৩/৯৫ ইং মূলে মাননীয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি মহোদয়ের বিগত ১৭/০২/৯৫ ইং তারিখের আদেশ মোতাবেক এবং ২৫/০২/৯৫ ইং তারিখের স্মারক নং-এফ-৪-১৩/২-৬৭/৯৪-২৫২ এর নির্দেশ মোতাবেক পুনর্বাসিত [illegible] পরিবারের উন্নয়ন কল্পে নিরাপত্তা জনিত [illegible] বনায়নের জন্য নিম্নে বর্ণিত তপশিলের ভূমি লক্ষীছড়ি থানার অন্তর্গত ৮৯ নং লক্ষীছড়ি মৌজাস্থিত ১৫.০০ (পনের) একর খাস ভূমি লক্ষীছড়ি কেন্দ্রের ভার প্রাপ্ত বন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবদুল খালেক, ডেপুটি রেঞ্জার সাহেবকে সরেজমিনে দখল বুঝাইয়া দেওয়া গেল। উল্লেখ্য যে, উক্ত দখল প্রদানকৃত ভূমিতে যদি কোন মালিকি স্বত্ব ভূমি থাকে তাহাতে প্রকৃত মালিকের মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকিবে।

দখল প্রদানকৃত ভূমির তপশিল

মৌজা	জে.এল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	রকম	পরিমাণ
লক্ষীছড়ি	৮৯ নং	১	৩০৪ অং ২৫৩ অং	পাহাড়	১৫.০০ একর।

আমি মোঃ আবদুল খালেক, ডেপুটি রেঞ্জার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লক্ষীছড়ি বন কেন্দ্র ৮৯ নং লক্ষীছড়ি মৌজাস্থিত উল্লেখিত তপশিলে বর্ণিত ১৫.০০ (পনের) একর খাস ভূমির দখল সরেজমিনে বুঝিয়া পাইলাম।

দখল গ্রহণ কারী
মোঃ আবদুল খালেক
২৯/০৫/৯৫
মোঃ আবদুল খালেক, ডেপুটি রেঞ্জার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
লক্ষীছড়ি বন কেন্দ্র, ইউ, এস, এফ।

দখল প্রদান কারী
২৯/০৫/৯৫ইং
(মোঃ হাবিবউল্যাহ্ মিঞা)
জেলা কানুনগো, (এস, এ)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,
খাগড়াছড়ি